পলিসি ব্রিফ
৮৯ / ২০১৯

নভেম্বর ২০১৯

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন

জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলায় ওয়ারশো ইন্টারন্যাশনাল মেকানিজম ফর লস অ্যান্ড ড্যামেজ: স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা এবং শুদ্ধাচার নিশ্চিতে টিআইবি'র প্রস্তাব

প্রেক্ষাপট

জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে ধীরে ধীরে (স্লো অনসেট ইভেন্ট) বা আকস্মিক (এক্সট্রিম ইভেন্ট) দুর্যোগের কারণে সংঘটিত ক্ষয়-ক্ষতির (Loss and Damage) বিষয়টি উন্নয়নশীল এবং উন্নত দেশের জন্য সমানভাবে প্রযোজ্য। তবে এই ধরনের ক্ষয়-ক্ষতির ঘটনা ও প্রভাব বাংলাদেশের মতো দুর্যোগপ্রবণ দেশে অনেক প্রকটতর, যা প্রতিনিয়ত বাড়ছে। নির্ভরযোগ্য আন্তর্জাতিক গবেষণার তথ্য অনুযায়ী জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে সংঘটিত বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে ২০১৮ সালে বাংলাদেশের প্রায় ২৮২৬.৬৮ মিলিয়ন মার্কিন ডলার ক্ষতি হয়েছে[১], যা আমাদের বিদ্যমান অভিযোজন এবং প্রশমন কার্যক্রমের মাধ্যমে মোকাবেলা ও এড়ানো সম্ভব নয়। উল্লেখ্য, টিআইবির সাম্প্রতিক গবেষণায় দেখা যায়, বন্যার কারণে আক্রান্ত পরিবার প্রতি গড়ে ১৭,৮৬৩ টাকার (২১০ ডলার) ক্ষতি হয়েছে। এই ধরনের ক্ষয়-ক্ষতি মোকাবেলার জন্য ২০১৩ সালে ওয়ারশো ইন্টারন্যাশনাল মেকানিজম ফর লস অ্যান্ড ড্যামেজ প্রতিষ্ঠিত হয়। ওয়ারশো মেকানিজমের আওতায় এই ধরনের ক্ষয়-ক্ষতির বিপরীতে ক্ষতিপূরণ প্রদানের বিষয়টি প্যারিস চুক্তির ৮ নং অনুচ্ছেদের মাধ্যমে পুনরায় নিশ্চিত করা হয়েছে। বিশেষকরে, জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে ধীরে ধীরে এবং আকস্মিক সংঘটিত দুর্যোগের হাত থেকে ক্ষয়-ক্ষতি এড়ানো, হ্রাস এবং মোকাবেলায় ওয়ারশো মেকানিজমকে মূল ব্যবস্থা হিসেবে বিবেচিত হয়েছে। সার্বিকভাবে, মেকানিজমটি প্যারিস চুক্তির স্বচ্ছতা কাঠামোর নীতিমালা মেনে জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে সৃষ্ট ঘূর্ণিঝড়, বন্যা, খরা, লবণাক্ততা, তাপমাত্রা বৃদ্ধি, বন ধ্বংস, এবং জীববৈচিত্রের ক্ষতিসহ আর্থিক মূল্যে পরিমাপযোগ্য ও অপরিমাপযোগ্য ক্ষয়-ক্ষতি মোকাবেলায় ব্যবস্থা গ্রহণের ওপর গুরুত্বারোপ করেছে (প্যারিস চুক্তি, অনুচ্ছেদ ১৩)। তবে আমরা লস অ্যান্ড ড্যামেজ মেকানিজমের নিম্নলিখিত বিষয়গুলি নিয়ে উদ্বিগ্ন-

ক্ষয়-ক্ষতি'র (Loss and Damage) জন্য আলাদা তহবিল গঠনে অগ্রগতি নেই

২০০৭ সালে কপ১৩ থেকে শুরু করে এখন পর্যন্ত ঝুঁকিগ্রস্ত দেশগুলো এক দশকেরও বেশি সময় ধরে ক্রমাগত চাপ প্রয়োগ করলেও লস অ্যান্ড ড্যামেজ মেকানিজম স্থাপন করা ব্যতীত সংঘটিত ক্ষয়-ক্ষতির জন্য ক্ষতিপূরণ প্রদানে আলাদা কোন তহবিল গঠন করা হয়নি। লস অ্যান্ড ড্যামেজ মেকানিজমের কার্যক্রম বাস্তবায়নে গঠিত কার্যনির্বাহী কমিটি (WIM excom) শুধুমাত্র প্রথম দ্বি-বার্ষিক কর্ম পরিকল্পনা (২০১৪) এবং চলমান পঞ্চবার্ষিক কর্ম পরিকল্পনা (২০১৭) প্রণয়ন করেছে। অন্যদিকে, এই কমিটি তাদের প্রস্তাবিত কর্ম পরিকল্পনায় আলাদা কোন তহবিল গঠনের প্রস্তাব না করে ক্ষয়-ক্ষতি মোকাবেলায় বিবিধ বীমা এবং বন্ডকে প্রস্তাব করেছে, যা জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে ঝুঁকিতে থাকা জনগোষ্ঠীর স্বেচ্ছায় প্রদত্ত কিস্তি থেকে সংগৃহীত হবে।

বীমা সংস্থাসহ মুনাফাভোগী বেসরকারীখাতের প্রসারের পরিকল্পনায় উদ্বেগ

জলবায়ু খাতে বীমা এবং বন্ড ভিত্তিক কার্যক্রমের পরিকল্পনা মুনাফায় আগ্রহী ব্যক্তিমালিকানাধীন সংস্থার প্রসারে সহায়ক পরিবেশ সৃষ্টি করবে। একইসাথে,ক্ষতিগ্রস্থ ব্যক্তি ও পরিবারের কাছ থেকে বীমার কিস্তি আদায়ের সুযোগ পরিবারগুলোর উপর আরও অতিরিক্ত আর্থিক চাপ সৃষ্টি করবে। এর ফলে ইতোমধ্যে ঝুঁকিতে থাকা পরিবারের উপর বাড়তি বোঝা চাপানোর ঝুঁকি রয়েছে। এছাড়া, বীমা এবং বন্ড ভিত্তিক ব্যবস্থা ক্ষতিগ্রস্থ দেশগুলোর জন্য অনুদান-ভিত্তিক অভিযোজন তহবিল প্রদানের মূল নীতিমালার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপট বিবেচনাতেও এই ব্যবস্থাগুলো ঝুঁকিতে থাকা জনগোষ্ঠী ও দেশের জন্য যেমন উপযুক্ত নয় তেমনি সকল দেশের জন্য সমানভাবে প্রযোজ্যও নয়। লস অ্যান্ড ড্যামেজ মেকানিজমে নতুন উদ্ভাবনীর নামে বীমা এবং বন্ড ভিত্তিক কার্যক্রমের পরিকল্পনা শুধুমাত্র ঝুঁকিতে থাকা স্থানীয় জনগোষ্ঠীর সাথে যথাযথ পরামর্শের অভাবকেই প্রতিয়মান করে না, পাশাপাশি স্থানীয় পর্যায়ের চাহিদা যাচাই এবং ঝুঁকিপূর্ণ দেশের মালিকানা-ভিত্তিক (country ownership) কার্যক্রম গ্রহণের মূল নীতিকে পাশ কাটিয়েছে।

[১] Germanwatch (2019), Global Climate Risk Index 2019, Who Suffers Most from Extreme Weather Events? Weather-related Loss Events in 2017 and 1998 to 2017, (https://germanwatch.org/sites/germanwatch.org/files/Global%20Climate%20Risk%20Index%202019_2.pdf)

জিসিএফ এর সাথে সমন্বয়ের অভাব এবং ক্ষয়-ক্ষতির বিপরীতে ক্ষতিপূরণে বাস্তবভিত্তিক রূপরেখা না থাকা

প্রস্তাবিত কর্ম পরিকল্পনায় জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে সংঘটিত দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত দেশ ও দেশের জনগোষ্ঠীর সম্পদের ক্ষয়-ক্ষতির ওপর অপেক্ষাকৃত কম গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। পাশাপাশি ক্ষয়-ক্ষতির ক্ষেত্র চিহ্নিত করা এবং ক্ষতির পরিমাণ সঠিকভাবে নিরূপণ করে ক্ষতিপূরণ দেওয়ার বিষয়গুলো সামান্যই বিবেচনায় নেওয়া হয়েছে। বিশেষকরে, ঝুঁকিতে থাকা জনগোষ্ঠীর প্রকৃত ক্ষয়-ক্ষতির বিপরীতে পর্যাপ্ত ক্ষতিপূরণ প্রদানে সুস্পষ্ট রূপরেখা কোনো কর্ম পরিকল্পনাতেই প্রস্তাব করা হয়নি। অন্যদিকে, ওয়ারশো ইন্টারন্যাশনাল মেকানিজমের কার্যকর বাস্তবায়নের জন্য সহযোগী প্রতিষ্ঠানের সাথে যোগাযোগ ও সহযোগিতা বৃদ্ধির উপর গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। কিন্তু প্রস্তাবিত কর্ম পরিকল্পনার কোথাও জিসিএফ-এর মত জলবায়ু অর্থায়নের জন্য আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত প্রতিষ্ঠানের সাথে সমন্বয় করে কার্যক্রমের ক্ষেত্র নির্ধারণ এবং অর্থায়নের উদ্ভাবনী পদ্ধতি চিহ্নিত করে তা দ্রুত বাস্তবায়নের জন্য কোনো প্রকার নীতিমালা বা পদক্ষেপের উল্লেখ করা হয়নি।

ক্ষয়-ক্ষতির প্রতিবেদন প্রদানের কোনো সুনির্দিষ্ট নির্দেশিকা না থাকা

প্যারিস চুক্তি বাস্তবায়নের অংশ হিসাবে ক্ষয়-ক্ষতি সম্পর্কিত তথ্য সরবরাহ, তথ্য সরবরাহে করণীয় এবং এ কাজে সার্বিক সহযোগীতার জন্য কপ২৪-এ একগুচ্ছ 'প্রক্রিয়া, পদ্ধতি, এবং নির্দেশিকায়' দেশগুলো সম্মত হয়। এতে ক্ষতিগ্রস্ত দেশ কর্তৃক স্বেচ্ছায় ক্ষয়-ক্ষতিসম্পর্কিত তথ্য এবং প্রতিবেদন প্রদান করার বিধানও রাখা হয়েছে। তবে, একটি দেশ ক্ষয়-ক্ষতির সুনির্দিষ্ট কি ধরনের তথ্য ও প্রমাণ এই প্রতিবেদনে প্রদান করবে তার জন্য কোনো নির্দেশিকা এখনো প্রস্তুত করা হয়নি। এরূপ নির্দেশিকার অভাবে ক্ষয়-ক্ষতির স্বচ্ছ ও সময়োপযোগী প্রতিবেদন উপস্থাপন করা সম্ভব হবেনা। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, এমন নির্দেশিকা না থাকায় ২০১৯ সালে বাংলাদেশে সংঘটিত বন্যা এবং ঘূর্ণিঝড়-বুলবুলে ক্ষয়-ক্ষতির বাস্তব প্রতিবেদন প্রস্তুত করা এবং তা উপস্থাপন করে ভবিষ্যতে সঠিক ক্ষতিপূরণ আদায় করা একটি বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে দাড়াবে। এটি দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাসে সেন্ডাই ফ্রেমওয়ার্ক বাস্তবায়নকেও বাধাগ্রস্থ করবে।

জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে ক্ষতির মাত্রাবৃদ্ধির পূর্বাভাস স্বত্ত্বেও ধীরে ধীরে সংঘটিত ক্ষয়-ক্ষতি ওপর কম গুরুত্ব প্রদান

বিজ্ঞান ভিত্তিক নতুন প্রতিবেদন অনুসারে[২] বিদ্যমান অভিযোজন ও প্রশমন কার্যক্রম জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবেলায় এবং বৈশ্বিক উষ্ণায়নের মাত্রা ১.৫ ডিগ্রী সেলসিয়াসের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখতে যথেষ্ট নয়। এমনকি জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে ক্ষতির মাত্রা বৃদ্ধির কারণে কিছু ক্ষেত্রে ক্ষতিরপ্রভাব ব্যক্তি, জনগোষ্ঠী ও ঝুঁকিগ্রস্থ দেশের অভিযোজনের সীমা ছাড়িয়ে যাবে। কিন্তু এমন বিজ্ঞান-ভিত্তিক নতুন পূর্বাভাসকে যথেষ্ট গুরুত্বের সাথে বিবেচনায় নিয়ে ক্রমেই সংঘটিত ক্ষয়-ক্ষতি হ্রাস ও মোকাবেলায় কর্ম পরিকল্পনাগুলো প্রস্তুত করা হয়নি।

মেকানিজম বাস্তবায়নে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায়আর্থিক মূল্যে অপরিমাপযোগ্য ক্ষয়-ক্ষতিকে কম গুরুত্ব প্রদান

প্রস্তাবিত কর্ম পরিকল্পনায় বলা হয়েছে যে, যদি সমাজের কোন অংশ, পরিবেশ ও বাস্তুতন্ত্রের আর্থিক মূল্যে অপরিমাপযোগ্য কোনো ক্ষতি হয় বা যদি ক্ষয়-ক্ষতি ক্রমশ সাধিত হয় তবে এমন ক্ষতিগুলো লস অ্যান্ড ড্যামেজ মেকানিজমের অন্তর্ভুক্ত হবে না। বিশেষকরে, আর্থিকভাবে পরিমাপ অযোগ্য যেমন জলবায়ু পরিবর্তনজনিত দুর্যোগের কারণে সৃষ্ট গভীর মনস্তাত্বিক, পরিবেশগত, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষয়-ক্ষতি ও ক্ষতির প্রভাবের বিষয়গুলো লস অ্যান্ড ড্যামেজ মেকানিজমের নীতি, কাঠামো ও পদ্ধতিতে সুস্পষ্টভাবে সন্নিবেশিত ও প্রতিফলিত হয়নি। প্রস্তাবিত কর্ম পরিকল্পনায় বিদ্যমান দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কাঠামো অনুসারে মৃতের সংখ্যা হ্রাস ও ঝুঁকি ব্যবস্থাপনাসহ দুর্যোগ পরবর্তী কার্যক্রম ও পুনর্বাসনকে অধিকতর গুরুত্ব প্রদান করা হলেও অপরিমাপযোগ্য ক্ষয়-ক্ষতির বিষয়গুলো সমন্বিত দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার মাধ্যেমে মোকাবেলা ও কমানোর জন্য কোন পরিকল্পনা প্রদান করা হয়নি।

সুপারিশমালা

উপরোক্ত বিষয়গুলো বিবেচনায় নিয়ে টিআইবি নিম্নলিখিত সুপারিশগুলো স্পেনের মাদ্রিদে অনুষ্ঠিতব্য আসন্ন কপ ২৫-এ অগ্রাধিকার ভিত্তিতে উপস্থাপনের জন্য বাংলাদেশের প্রতিনিধিদল তথা সরকারের নিকট প্রস্তাব করছে-

স্বচ্ছতা

- লস অ্যান্ড ড্যামেজ মেকানিজমের আওতায় প্রাকৃতিক দুর্যোগ এবং ধীরে ধীরে সংঘটিত ক্ষয়-ক্ষতির জন্য উন্নত দেশগুলো কর্তৃক 'দূষণকারী কর্তৃক ক্ষতিপূরণের নীতি' মেনে ক্ষতিগ্রস্থ দেশগুলোকে সময়োচিত ক্ষতিপূরণ দিতে হবে;
- বীমা ও বন্ডের বদলে অনুদান-ভিত্তিক একটি তহবিল গঠন করতে হবে এবং ঝুঁকি, সম্পদের সীমাবদ্ধতা এবং দেশীয় চাহিদা বিবেচনায় নিয়ে ক্ষয়-ক্ষতি মোকাবেলায় তহবিলে পর্যাপ্ত অর্থ বরাদ্দ নিশ্চিত করতে হবে;
- আর্থিক মূল্যে অপরিমাপযোগ্য ক্ষয়-ক্ষতি সনাক্তকরণ এবং ক্ষতিপূরণে একটি স্বচ্ছ ও জবাবদিহিমূলক পদ্ধতি তৈরি করতে হবে; এবং
- স্বচ্ছতার সাথে ক্ষয়-ক্ষতির প্রতিবেদন প্রস্তুতের জন্য সকল অংশীজনের কার্যকর অংশগ্রহণের ভিত্তিতে একটি নির্দেশিকা তৈরি করতে হবে।

[২] Scott A. Kulp & Benjamin H. Strauss (2019), New elevation data triple estimates of global vulnerability to sea-level rise and coastal flooding (https://www.nature.com/articles/s41467-019-12808-z)

জবাবদিহিতা

- মেকানিজমের কর্ম পরিকল্পনা প্রণয়নে স্বচ্ছতা নিশ্চিতে ক্ষতিগ্রস্থ জনগণ ও সুশীল সমাজের প্রতিনিধিদের সাথে পরামর্শ করে জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত নীতিমালার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ অর্থায়নের পদ্ধতি চিহ্নিত করতে হবে;
- কার্যক্রমের চাহিদা যাচাই, কর্ম পরিকল্পনা প্রণয়নে ক্ষতিগ্রস্থ জনগণের অংশগ্রহণ এবং অর্থায়ন প্রক্রিয়ায় দেশীয় মালিকানা (country ownership) নিশ্চিতে সংশ্লিষ্ট অংশীজনের সাথে কার্যকর পরামর্শের ব্যবস্থা করতে হবে; এবং
- মেকানিজমের আওতায় অর্থ বরাদ্দ, বিতরণ ও বাস্তবায়ন কাজ তত্ত্বাবধায়নের জন্য একটি কার্যকর পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়ন পদ্ধতি তৈরি করতে হবে।

শুদ্ধাচার

- লস অ্যান্ড ড্যামেজ মেকানিজমে ক্ষয়-ক্ষতির বিজ্ঞান ভিত্তিক পূর্বাভাসকে বিবেচনায় নিয়ে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমের ওপর পর্যাপ্ত গুরুত্বারোপ করতে হবে এবং তা বাস্তবায়নে বাস্তবসম্মত কর্ম পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে;
- মেকানিজমের আওতায় ভৌগোলিক, সামাজিক এবং অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপট বিবেচনায় নিয়ে ক্ষয়-ক্ষতির পরিমাণ নির্ধারন করতে হবে এবং ক্ষতি পরিমাপে মনস্তাত্ত্বিক, পরিবেশগত, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষয়-ক্ষতিও বিবেচনা নিতে হবে;
- দুর্যোগকালীন ও দুর্যোগ পরবর্তী ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার পাশাপাশি লস অ্যান্ড ড্যামেজ মেকানিজমের আওতায় ক্রমশ সংঘটিত ক্ষয়-ক্ষতি মোকাবেলার ওপর বিশেষ গুরুত্বারোপ করতে হবে;
- ধীরে ধীরে সংঘটিত প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে ক্ষয়-ক্ষতি মোকাবেলায় আন্তর্জাতিক এবং জাতীয় নীতিমালার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ একটি আইনী কাঠামো তৈরি করতে হবে;
- জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে অভিবাসন, জনগোষ্ঠীর স্থানচ্যুতি, জায়গা-জমি তলিয়ে যাওয়া, বন্যা, লবন পানির অনুপ্রবেশ ও ঘূর্ণিঝড়সহ বিভিন্ন দুর্যোগে ক্ষতিপূরণ প্রদানে সুনির্দিষ্ট নীতিমালা প্রণয়ন করতে হবে; এবং
- আর্থিক মূল্যে অপরিমাপযোগ্য ক্ষয়-ক্ষতির পরিমাণ স্বচ্ছতার সাথে নির্ধারণ ও মূল্যায়নে এবং এ সংক্রান্ত প্রকল্প বাস্তবায়নে সংশ্লিষ্ট কর্মীদের কারিগরি ও প্রযুক্তিগত সক্ষমতা বৃদ্ধিতে সহায়তা করতে হবে।

সমন্বয়

- মেকানিজমেটি দ্রুত বাস্তবায়নে জিসিএফ-এর সাথে কার্যকর সহযোগিতা ও সমন্বয় নিশ্চিত করতে হবে; এবং
- মেকানিজমের আওতায় ক্ষতিপূরণের জন্য আলাদা তহবিল তৈরিতে চাপ প্রয়োগ এবং কর্ম পরিকল্পনা বাস্তবায়নে আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক অংশীজনদের সাথে সহযোগিতা বৃদ্ধি করতে হবে।

পলিসি ব্রিফ প্রসঙ্গে

জাতীয় ও তৃণমূল পর্যায়ে নাগরিকদের দুর্নীতির বিরুদ্ধে সচেতন ও সক্রিয় করা এবং দেশে দুর্নীতিবিরোধী চাহিদা সৃষ্টির লক্ষ্যে ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি) ১৯৯৬ সাল থেকে বহুবিধ গবেষণা, প্রচারণা, অ্যাডভোকেসি ও জনসম্পৃক্ততামূলক কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। জাতীয় পর্যায়ে নিবিড় অ্যাডভোকেসি কার্যক্রম গ্রহণ এবং স্থানীয় পর্যায়ে বিস্তৃত নাগরিক সম্পৃক্ততার মাধ্যমে 'বিল্ডিং ইন্টেগ্রিটি ব্লকস ফর ইফেক্টিভ চেইঞ্জ' প্রকল্পটি জাতীয় ও স্থানীয় পর্যায়ে বিদ্যমান নীতি, আইন ও নিয়ম-কানুন কার্যকর প্রয়োগের ক্ষেত্রে ক্রমাগত প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

টিআইবি এমন এক বাংলাদেশ দেখতে চায় যেখানে সরকার, রাজনীতি, ব্যবসা-বাণিজ্য, নাগরিক সমাজ ও সাধারণ মানুষের জীবন হবে দুর্নীতির প্রভাব থেকে মুক্ত। এ লক্ষ্যে নীতি ও প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কার অনুঘটনে টিআইবি গবেষণা কার্যক্রম ও তার ভিত্তিতে কার্যকর নীতি প্রণয়নে অ্যাডভোকেসি ও নাগরিক সম্পৃক্ততামূলক কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। এরই অংশ হিসেবে ধারাবাহিক ও সমসাময়িক বিভিন্ন বিষয়ের ওপর টিআইবি পলিসি ব্রিফ প্রণয়ন করে থাকে।

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি)
মাইডাস সেন্টার (লেভেল ৪ ও ৫), বাড়ি ০৫, সড়ক ১৬ (নতুন) ২৭ (পুরাতন), ধানমণ্ডি, ঢাকা ১২০৯। ফোন: +৮৮০ ২ ৯১২৪৭৮৮-৮৯, ৯১২৪৭৯২
ফ্যাক্স: +৮৮০ ২ ৯১২৪৯১৫, info@ti-bangladesh.org, www.ti-bangladesh.org, www.facebook.com/TIBangladesh